

সাধারণ অর্থে বিশেষ নিয়ম অনুসারে নিরীক্ষণের ভিত্তিতে কোনো ঘটনাকে অর্থপূর্ণ সংখ্যামূলক সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রক্রিয়াকে বলে পরিমাপন। বস্তুত এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার ভিত্তিতে স্বীকৃত নিয়মাবলী অনুসারে ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে নিশ্চিত বৈশিষ্ট্যগুলির সংখ্যামূলক বর্ণনা প্রদান করা হয়। মুখ্যত এর কাজ হল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বস্তুগুলির শ্রেণিবিন্যাসকরণ, নির্দিষ্টকরণ ও সংখ্যামূলক বর্ণন। গণিতের সঙ্গে পরিমাপনের দ্রুতি, সম্পর্ক থাকায় উপরোক্ত কাজগুলি গাণিতিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই পর্যায়ে উল্লেখ্য যে পরিমাপন প্রক্রিয়া দুই ভাগে বিভক্ত—মানসিক পরিমাপন ও ভৌতিক পরিমাপন। মানসিক পরিমাপনের অন্তর্গত বিষয়গুলি হল বৃদ্ধি, আগ্রহ, সূজন ক্ষমতা ইত্যাদি এবং ভৌতিক পরিমাপনের বিষয়গুলি ছল ভার, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা ইত্যাদি। তবে দুটি পরিমাপনই আলাদা আলাদা নিয়মানুযায়ী বিশেষভাবে ভিত্তিতে বস্তুগুলির শ্রেণিবিন্যাস বা সাংখ্যমান প্রদান করে থাকে। বস্তুতপক্ষে, মনোবিজ্ঞানিক পরিমাপনের ক্ষেত্রে চার ধরনের মাপনী বা ক্ষেল বিদ্যমান। এইগুলি হল—নামসূচক মাপনী (Nominal Scale), ক্রমসূচক মাপনী (Ordinal Scale), ব্যাস্তিসূচক মাপনী (Interval Scale) এবং আনুপাতিক মাপনী (Ratio Scale)। প্রত্যেক মাপনীর (Scale) বৈশিষ্ট্যাবলী নিম্নে আলোচনা করা হল।

(১) **নামসূচক মাপনী (Nominal Scale)** : নামসূচক মাপনী হল নামকরণের একটি প্রক্রিয়া। অর্থাৎ এই পরিমাপনের সাহায্যে কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বস্তু, বিষয় বা অবস্থার শ্রেণিকরণ করা হয়। শ্রেণিকরণের পর সাধারণত প্রতীক বা সংখ্যার সাহায্যে নামকরণ করা হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, চলকের মধ্যে অবস্থিত প্রতিটি পদ যদি পরস্পর পার্থক্যপূর্ণ বা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হয় তাহলে নামসূচক মাপনীর সাহায্যে তাদের শ্রেণিকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে এই পদ্ধতির সাহায্যে সত্যিকারের কোনো কিছু পরিমাপ করা যায় না। ফলে এই ধরনের পরিমাপ থেকে প্রাপ্ত উপাদান (Data) সমূহের ক্ষেত্রে কোনোরূপ গাণিতিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয় না। তবে প্রাপ্ত তথ্যের শ্রেণিগত পার্থক্য এবং শতকরা হার নির্ণয় করা যায়, কিংবা প্রতি শ্রেণির মোট সংখ্যা এবং কোন শ্রেণিটি সংখ্যাগুলি তা নিরূপণ করা যায়। এইরূপ পরিমাপের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—(১) সাংখ্যমানের ভিত্তিতে কোনো বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ না করে তাকে নামকরণের সাহায্যে শ্রেণিকরণ করা হয়। যেমন—শিঙ্কার্থীদেরকে ভালো থেকে খারাপ অনুযায়ী খুব ভালো, ভালো, মাঝারি ভালো, মোটামুটি, খারাপ, খুব খারাপ ইত্যাদি কর্যকৃতি শ্রেণিতে ভাগ করার পর এই সমস্ত দলকে নামসূচক মাপনীর সাহায্যে যদি প্রকাশ করতে হয়, তাহলে তা হবে— A^+ , A , B^+ , B , C^+ এবং C । (২) প্রত্যেকটি শ্রেণি স্বতন্ত্র হওয়ায় একশ্রেণির সাথে অন্যশ্রেণিকে একত্রিত করা যায় না। কিন্তু একই শ্রেণির সদ্যসবৃন্দ সমগুণসম্পন্ন হয়। (৩) এখানে কোনো ক্রম (Order) মানা হয় না। (৪) প্রত্যেকটি শ্রেণির প্রতিটি উপাদান অপর শ্রেণির প্রতিটি উপাদান অপেক্ষা সম্পূর্ণভাবে পৃথক প্রকৃতির হয়। অর্থাৎ কোনো একটি শ্রেণির বিশেষ উপাদান সেই শ্রেণিতেই সীমাবদ্ধ থাকে, অপর কোনো শ্রেণিতে তা উপস্থিত থাকে না। (৫) এইরূপ

মাপনীর কোনো শূন্যবিন্দু (Zero Point) থাকে না। (৬) এখানে শ্রেণিকরণের সময় যে সকল দল গঠন করা হয় সেই দলগুলি সমান একক (Equal Unit) দূরত্বে অবস্থান করে না। অর্থাৎ A+ এবং A যে একক দূরত্বে অবস্থান করে সেই একই একক দূরত্বে A এবং B+ অবস্থান করে না। (৭) A যে প্রতিটি বর্গের (Category) মধ্যে স্পষ্টতা (Distinctiveness) থাকায় একটির সঙ্গে অপরটির পার্থক্য থাকে নিরূপণ করা যায়। (৮) উন্নততর বা নিম্নতর অর্থাৎ কে বড়ো আর কে ছোটো এমন ক্ষেত্রে ইঙ্গিত এখানে নেই। সাধারণত বাস্তব অভিজ্ঞতার বিষয়, ঘটনা, সামাজিক গোষ্ঠী ইত্যাদিকে চিহ্নিত করার জন্য এই ধরনের পরিমাপন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। আরো বিস্তৃতভাবে বলা যায় যে লিঙ্গ (ছেলে না মেয়ে), ধর্ম (হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলিম, বৌদ্ধ না অন্য কিছু), পেশা (ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী না কৃষক), বৈবাহিক অবস্থা (বিবাহিত না অবিবাহিত) ইত্যাদির ভিত্তিতে বর্গীকরণ (Categorization) করা হয় এই মাপনীর সাহায্যে। নিম্নে একটি কল্পিত উদাহরণের সাহায্যে নামসূচক মাপনীর স্বরূপ তুলে ধরা হল :

লিঙ্গাভেদে রাজ্যভিত্তিক সাক্ষরতার হার

রাজ্য	লিঙ্গ		মোট
	পুরুষ	নারী	
কেরালা	94	87	90
দিল্লি	87	75	81
মহারাষ্ট্র	86	67	77
তামিলনাড়ু	82	64	73
পশ্চিমবঙ্গ	77	60	69

(২) ক্রমসূচক মাপনী (Ordinal Scale) : কোনো উপাত্তকে যখন নির্দিষ্ট ক্রমের (Order) ভিত্তিতে পরিমাপন ক্ষেত্রে সাজানো হয় তখন তাকে বলে ক্রমসূচক মাপনী। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে কোনো তথ্যকে শ্রেণিকরণ করার পর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বা গুণাবলীর মাত্রানুযায়ী পরিমাপন ক্ষেত্রে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা উৎকৃষ্ট, ভালো, মোটামুটি ইত্যাদি ক্রমে সাজানো হয়। আবার আর্থ-সামাজিক মর্যাদা (Socio-economic Status)-র ভিত্তিতে পরিবার সমূহকে যদি ভাগ করতে হয়, তাহলে ক্রমসূচক মাপনী অনুযায়ী তা হবে উচ্চবিস্তৃত, উচ্চমধ্যবিস্তৃত, নিম্নমধ্যবিস্তৃত, নিম্নবিস্তৃত ইত্যাদি। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই ক্ষেত্রের মাধ্যমে ঘটনাবলী, ব্যক্তিসমষ্টি বা বিশেষসমূহ গুণ বা লক্ষণ অনুযায়ী উচ্চতম অবস্থান থেকে নিম্নতম অবস্থানে ক্রমানুসারে সাজানো হয়। বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত নম্বরের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদেরকে প্রদেয় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি ক্রম (Order) বা সারি (Rank) হল ক্রমসূচক মাপনীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ক্ষেত্রটির বিশেষত্ব হল এই যে, এর মাধ্যমে আমরা শুধুমাত্র ঘটনাসমূহকে বা ব্যক্তিবর্গকে কতকগুলি শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি তাই নয়—তাদেরকে আবার ক্রমানুযায়ীও সাজাতে পারি। ব্যক্তিবর্গের প্রতিষ্ঠা, সামাজিক অবস্থা, বেতন, ব্যাবসা, হাতের লেখার গুণগত মান ইত্যাদি এই ক্ষেত্রের সাহায্যে ক্রমানুসারে সাজানো যায়। সামরিক চাকুরিতে পদমর্যাদানুযায়ী যে বিভাজন দেখা যায় সেটিও ক্রমসূচক পরিমাপনের আওতাভুক্ত। এইরূপ মাপনীর বৈশিষ্ট্যগুলি হল—(১) এই পদ্ধতিতে ক্রম অনুযায়ী সাজানোর জন্য যে সকল সাংখ্যমান ব্যবহার

করা হয়, সেগুলির যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ সম্বন্ধ নয়। অর্থাৎ পাটিগানিতিক প্রক্রিয়া এখানে প্রয়োগ করা যায় না। (২) দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে এই পদ্ধতির সাহায্যে পার্থক্য নিরূপণ করা সম্ভব হলেও, তাদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কতটুকু পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে তা জানা যায় না। (৩) ক্রমসূচক পরিমাপনের সাহায্যে প্রাপ্ত সংখ্যাসমূহের মধ্যমান (Median), শতাংশ (Percentile), সারিপার্থক্যের ভিত্তিতে সহগতি গুণাঙ্ক (Co-efficient of Correlation by Rank Difference Method) ইত্যাদি গণনা করা সম্ভব। (৪) বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে সাজানোর ফলে নির্মুক্তি পাওয়া যায় তার যে কোনো দুটি পরম্পরাগত মানের পার্থক্য সমান হবেই—এ কথা বলা যায় না। (৫) এই ধরনের পরিমাপনে শূন্যের ব্যবহার মনগড়া অর্থাৎ এই শূন্য প্রকৃতপক্ষে সত্যিকারের শূন্য থেকে শুরু নয়—এমনকী পরম শূন্য (Absolute Zero) বলতে কিছু নেই। (৬) এখানে কে কার থেকে বড়ো জানা গেলেও, কতটা বড়ো তা জানা যায় না। তবে এই পদ্ধতির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অর্থাৎ ভৌতিক, সামাজিক ও মনোবৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রগুলিতে এই পরিমাপ প্রয়োগ করা সম্ভব হলেও, এর সাহায্যে পরিশুম্ব ও নির্ভরযোগ্য ধারণা গঠন করা যায় না। আবার সারিকরণের ক্ষেত্রে অনেক সময় একই বিন্দুতে একাধিক ব্যক্তি বা বস্তুর সমাবেশ ঘট্টে পারে। এইরূপ বৈততার জন্য ব্যক্তিবর্গ বা বস্তুসমূহের মধ্যে সঠিক পার্থক্য সূচিত করতে আমরা ব্যর্থ হই। নিম্নে ক্রমসূচক মাপনীর একটি উদাহরণ উল্লেখ করা হল :

নাম	স্কোর	ক্রম
শাহিন নাসরিন	22	সপ্তম
পূর্বিতা ভট্টাচার্য	56	তৃতীয়
স্বরূপ ঘোষ	74	দ্বিতীয়
শুভজিৎ মণ্ডল	53	চতুর্থ
সাকুব আজগ	41	পঞ্চম
মৌমিতা বেরা	84	প্রথম
মহুয়া মণ্ডল	29	ষষ্ঠ

(৩) ব্যাপ্তিসূচক মাপনী (Interval Scale) : যে মাপনীর সাহায্যে প্রাপ্ত উপাত্তগুলির শ্রেণিবিভাগ করা যায় এবং তাদের মধ্যেকার দূরত্বের মাত্রা নির্দেশিত হয় তাকে বলে ব্যাপ্তিসূচক মাপনী। অর্থাৎ শ্রেণিবিভাজনকারী ও দূরত্বের মাত্রা নির্দেশকারী পরিমাপনকে বলে ব্যাপ্তিসূচক মাপনী। আরো সহজভাবে বলা যায় যে, ব্যাপ্তিসূচক মাপনী হল একটি ক্রমযুক্ত মাপনী যেখানে পরম্পরাগত দুটি ক্রমের দূরত্ব অঙ্গাত নয়। অর্থাৎ ক্রমগুলির মধ্যে পারম্পরিক দূরত্ব সবসময় সমান থাকে। এখানে ক্রমগুলির মধ্যে একটি ধূবক ব্যাপ্তিমাত্রা অবস্থান করে। এটি এমন একটি মাপনী যার দ্বারা একটি নির্দিষ্ট ব্যাপ্তির ভিত্তিতে প্রাপ্ত উপাত্তগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করা সম্ভব। থার্মোমিটার হল ব্যাপ্তিসূচক ক্ষেত্রের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়া সময়, দূরত্ব, জনসংখ্যার ঘনত্ব, উচ্চতা, ওজন, আয়ু ইত্যাদি পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিসূচক মাপনী ব্যবহার করা হয়। এই ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল—(১) এই ক্ষেত্রের সাহায্যে একদিকে যেমন মান পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি মানগুলির মধ্যে অর্থপূর্ণ তুলনাও করা যায়। অর্থাৎ মানগুলি কে কার চেয়ে কতটা বড়ো তা জানা যায়। (২) দূরত্ব এবং দূরত্বের মান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া যায়। (৩) এই ধরনের মাপনীতে যে শূন্য থাকে সেটি

মনগড়া বা কান্সনিক প্রকৃতির। (৪) এই স্কেলের সাহায্যে প্রাপ্ত সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ সবই করা সম্ভব। (৫) এই স্কেল সংখ্যাভিত্তিক পরিমাপ নির্দেশ করে। (৬) ব্যাপ্তি স্কেল সরলরেখিক বৃপ্তির হিসাবে অবিভীত। তাই প্রত্যেকটি সংখ্যাকে একটি ধূবক সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে প্রাপ্ত তথ্য কোনোরূপ প্রভাবিত হয় না। (৭) এই পরিমাপের সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্যের গড়, সম্যক বিচ্ছিন্নতি, কার্ল পিয়ারসনের সহগতি সহগাঙ্ক ইত্যাদি নির্ণয় করা সম্ভব। তবে এই পরিমাপের সীমাবদ্ধতা হল এই যে, এর সাহায্যে সঠিক শূন্যবিন্দু (Exact Zero Point) পাওয়া যায় না। আবার কোনো সংখ্যা শূন্যবিন্দু থেকে কত দূরে অবস্থিত তা জানা যায় না। এছাড়া পরম শূন্য বলে এর কিছু নেই। অন্যদিকে এটি সাপেক্ষিক (Relative) পরিমাপ সম্পন্ন করে। ফলে এই মাপনীর সাহায্যে নিরপেক্ষ পরিমাপ সম্ভব নয়। নিম্নে সারণির সাহায্যে ব্যাপ্তিসূচক মাপনীর প্রকৃতি তুলে ধরা হল :

বৃদ্ধিগত	শ্রেণিবিভাগ	শতকরা হার
140-এর উপরে	অত্যন্ত উন্নত বৃদ্ধিসম্পন্ন	2
120—139	উন্নত বৃদ্ধিসম্পন্ন	11
110—119	সাধারণের চেয়ে ভালো	18
90—109	সাধারণ বৃদ্ধিসম্পন্ন	48
80—89	সাধারণের চেয়ে খারাপ	14
70—79	অত্যন্ত কম বৃদ্ধিসম্পন্ন	5
0—69	ক্ষীণ বৃদ্ধিসম্পন্ন	2
		মোট = 100

(৮) আনুপাতিক মাপনী (Ratio Scale) : আনুপাতিক মাপনী হল এমন একটি স্কেল যা ব্যাপ্তিসূচক মাপনীর মতোই দুটি সংখ্যার মধ্যে সমান পার্থক্য নির্দেশ করে এবং মানগুলির মধ্যে পার্থক্যও সূচিত করে। এই মাপনীর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল—(১) মাপনমাত্রার মানগুলি আপেক্ষিক (Relative) হলেও মাপনের এককগুলি সমান। (২) এই স্কেলে যে মানগুলি অবস্থান করে তাদের মানের পার্থক্য সমান। অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে মাপনমাত্রা 4 ও 2-এর মধ্যে যে পার্থক্য থাকে, 12 ও 10-এর মধ্যেও সেই একইরূপ পার্থক্য বিদ্যমান। (৩) এই স্কেলে সঠিক শূন্যবিন্দু পাওয়া যায়। এই বিন্দুটি কোনো কল্পিত বিন্দু নয়। (৪) এই মাপনীর প্রতিটি বিন্দু নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা সূচিত হয়ে থাকে। (৫) যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ—সমস্ত পার্টিগাণিতিক প্রক্রিয়া এই স্কেলের দ্বারা সম্ভব হয়ে থাকে। (৬) অনুপাতের সমতা নির্ধারণের জন্য প্রকৃত অর্থে একটি শূন্যের প্রয়োজন হয়। তাই এই স্কেলের শূন্যটি কোনো ইচ্ছাকৃতভাবে (Arbitrarily) ধরা শূন্য নয়। (৭) আনুপাতিক মাপনীর সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর সব ধরনের গাণিতিক বিশ্লেষণ সম্ভব। (৮) আনুপাতিক স্কেলের প্রতিটি মানকে নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা গুণ করলেও সংখ্যাগুলির অনুপাতের মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। তবে যে সমস্ত ক্ষেত্রে সমতা, পর্যায়ক্রমিকতা, সমব্যবধান, অনুপাত ইত্যাদি তথ্য জানা আবশ্যিক হয়ে পড়ে সেখানে এই ধরনের পরিমাপ প্রয়োগ করা সম্ভব। এই পরিমাপটি সাধারণত প্রাকৃতিক রাশি অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, সময়, ওজন, চাপ ইত্যাদি পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জন্মহার, মৃত্যুহার, বয়স ইত্যাদি পরিমাপের জন্য এটিকে প্রয়োগ করা সম্ভব।

পরিমাপন পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে সমস্ত মাপনী আলোচনা করা হল তাদের প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না

কিছু স্থানে রয়েছে। স্কেলগুলি তাদের ধরন ও কার্যকারিতার দিক থেকে প্রত্যেকের ধোকা আলাদা। নামসূচক মাপনী সমতা নির্ধারণ করে, ক্রমসূচক মাপনী বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর মান নির্ধারণ করে, তুলনামূলক আলোচনা ব্যাপ্তিসূচক মাপনী ব্যবধানের সমতা নির্ধারণ করে এবং আনুপাতিক মাপনী অনুপাতের সমতা নির্ধারণ করে। ফলে স্কেলগুলির মধ্যে পার্থক্য থাকা কোনো অস্থানাধিক ব্যাপার নয়। নিম্নে সারণির মাধ্যমে স্কেলগুলির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হল।

পরিমাপের ক্ষেত্র	মূল বৈশিষ্ট্য	পরিসংখ্যানগত প্রয়োগ	ব্যবহার	উদাহরণ
নামসূচক	প্রত্যেক শ্রেণি বা বর্গের অঙ্গরত সব উপাদান সমর্পণসম্পন্ন।	সংখ্যাগুরু (Mode), শতকরা হার ইত্যাদি।	বিষয়, ব্যক্তি, দল প্রভৃতি চিহ্নিতকরণের জন্য ব্যবহার করা হয়।	লিঙ্গ, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি-অনুপস্থিতি ইত্যাদি।
ক্রমসূচক	স্কেলের যে কোনো দুই বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব সাধারণ একক দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। তবে স্কেলের অবস্থানগুলি আপেক্ষিকভাবে জানা থাকে।	মধ্যমা, চতুর্থক শতাংশ, স্পিয়ারম্যানের সহগতি গুণাঙ্ক ইত্যাদি।	চিহ্নিতকরণ ছাড়াও ঘটনা, বিষয় ইত্যাদির সম্পর্কে আপেক্ষিক পরিমাণ জানতে সাহায্য করে।	সামাজিক শ্রেণি।
ব্যাপ্তিসূচক	স্কেলের যে কোনো দুটি বিন্দুর অবস্থান, তাদের মধ্যে দূরত্ব এবং পরিমাপের একক সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়।	গড়, SD, ভেদাঙ্ক, পিয়ারসনের সহগতি সহগাঙ্ক ইত্যাদি।	সাধারণ ও পর্যায়ক্রমিক স্তরের গুণগুণ ধারণ করে বলে দূরত্ব, উচ্চতা, ওজন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়।	বৃদ্ধ্যাঙ্ক, থার্মোমিটারের ফারেনহাইট স্কেল ইত্যাদি।
আনুপাতিক	অনুপাতের সমতা এবং যে কোনো দুটি বিন্দুর মধ্যে সমান পার্থক্য নির্দেশ করে। এছাড়া প্রকৃত শূন্যবিন্দুর অবস্থান নিশ্চিত করে।	প্রচুরক, গড়, মধ্যমা, SD, ভেদাঙ্ক ইত্যাদি।	দৈর্ঘ্য, সময়, ওজন, চাপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।	জন্মহার, বয়স ইত্যাদি।